

কোরানের আলোতে শবে মে'রাজ

বনাম

নারী পশুর পিঠে নভোমডল ভ্রমণ!

মো: জামিলুল বাসার

‘শব’ পারশী শব্দ এর অর্থ: রাত্র বা অন্ধকার; ‘মে’রাজ’ আরবী শব্দ এর অর্থ: উর্ধ্বারোহণ,মই, সিঁড়ি। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে: অন্ধকারে বা রাতে সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বারোহণ; অসাধারণ অর্থে: অন্ধকার, বর্বর যুগে [আইয়ামে জাহিলিয়া] জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বা স্বাক্ষর।

মে’রাজ সম্বন্ধে যত বিবরণ পাওয়া যায় তার ০.০১% শতাংশ কোরানে এবং বাকি ৯৯.০৯% শতাংশ হাদিসের মাধ্যমে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নিম্নবর্ণিত কোরানের আয়াতগুলি পাঠকের অবশ্য অবশ্যই সকল সময়ের জন্য স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়:

- ক. লা- ইউকাল্লীফুল্লাহু-----বুছআহা। [বাকারা-২৮৬] অর্থ: আমি কাহাকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।
- খ. লা-নুকাল্লিফু--ইল্লা-বুছআহা।[আনআম-১৫২;আরাফ-৪২]অর্থ:আল্লাহ সামর্থের বাহিরে কারো উপর দায়িত্ব দেন না।
- গ. ফা-লান তাজ্জিদা-----তাহবিলা। [বনি-ইস্রাইল-৭৭; ফাতির-৪৩] অর্থ: তুমি আল্লাহর ছুন্নাতে [বিধানে] কখনও কোন রদ-বদল পাবে না এবং আল্লাহর ছুন্নাতে [বিধানে] কখনও কোন ব্যতিক্রমও পাবে না।
- ঘ. ইন্না ল্লাহা-----মীয়াদ। [এমরান-৯] অর্থ: আল্লাহ কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।
- ঙ. অ মা কানা--হাকিম। [শুরা-৫১] অর্থ: দেহধারী মানুষের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কথা বলবেন তবে ওহি [প্রেরনা] ছাড়া; পর্দার অন্তরাল ছাড়া অথবা দূতের মাধ্যম ছাড়া। যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী।

উপরোল্লিখিত কোরানের আয়াতগুলি আল্লাহর অহি, কোরানের আয়াত সহজ ও সরল; এর প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের কঠিন ঈমান আছে এবং থাকবে এবং এই ইমান নিয়ে লক্ষ্য করুণ মে’রাজ সম্বন্ধীয় একটি সংক্ষিপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ হাদিস:

---আনাস ইবনে মালিক বলেন, নবী [সা] বলেন, “---মহা মহিম আল্লাহ আপনার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। ফেরার সময় আমি মুছার নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, ‘আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরজ করেছেন?’ ‘আমি বললাম, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ’। তিনি বললেন, ‘আপনার রবের নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এ নামাজ আদায় করতে পারবে না। বনি-ইস্রাইল সন্তানদের উপর আমার সে অভিজ্ঞতা আছে।’ ‘আমি ফিরে গেলাম, আল্লাহ ৫ ওয়াক্ত বাদ করে দিলেন। আবার মুছার নিকট ফিরে এসে বললাম, ৫ ওয়াক্ত কম করে দিয়েছেন।’ তিনি পুনরায় বললেন, ‘আবার যান, কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না---।’ ‘আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আবার ৫ ওয়াক্ত মফ করে দিলেন। আমি আবার মুছার নিকট ফিরে আসলাম।’ তিনি আবার বললেন, ‘আবার ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে পারবে না---।’ ‘আমি আবারও গেলাম। [এরূপ ৯ বার আসা যাওয়া করেন]। শেষ মেশ আল্লাহ বললেন, ‘৫ ওয়াক্ত, এটাই ৫০ ওয়াক্ত, আমার কথার নড়-চড় হয় না।’ ‘আমি আবার মুছার নিকট ফিরে গেলাম এবং তিনি আবার বললেন, ‘আবার ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এও পালন করতে পারবে না। ‘আমি এবারে বললাম, আমার যেতে শরম লাগে। তারপর আমাকে ছিদ্রাতুল মোস্তাহায় নিয়ে যাওয়া হলো, তা রংএ ঢাকা ছিল। আমি জানিনা তা কি! অবশেষে আমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করানো হলো। আমি দেখি সেখানে মুক্তার মালা এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী।’[বোখারী এবং অন্যান্য]।

মে’রাজ সম্বন্ধে ছেহাছেত্তার প্রত্যেকটি গ্রন্থে বেশ কিছু হাদিস আছে। সকলেই চিরাচরিত প্রথানুসারে ছাহাবা ও মহানবীকে কাল্পনিক সাক্ষি করে হাদিসগুলি রচনা করেছেন। অথচ তাদের মধ্যে মে’রাজের সময়, স্থান-কাল, অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে ঘোর মতভেদ। শরিয়তের মতে ঐ মতভেদগুলি নাকি সাধারণ ও স্বাভাবিক! যেমন: কারো মতে হিজরতের ১২ মাস পূর্বে,

কারো মতে ১৬ মাস, ১৭ মাস, ১৮ মাস; আবার কারো মতে নুবুয়াতের ১২ বৎসর পরে! [অর্থাৎ কিনা মদিনায়! হিযরতের সন মতান্তরে ১০/১৩ বৎসর]। তারিখ সম্বন্ধে কারো মতে ১৭ই রবিউল-আউয়াল, ১৭ই রমজান, ২৭ শা রজব; আবার কারো মতে ২৭ শা রমজান। কারো মতে বিবি উম্মেহানির ঘর থেকে কারো মতে আয়শার ঘর থেকে; কারো মতে স্ব-শরীরে কারো মতে স্বপ্নে হয়েছিল; মহানবী অতীতের সকল নবী-রাছুলদের জামাতবন্দ নামাজের ইমামতি করেছিলেন: কারো মতে মসজিদুল আকসায়, কারো মতে আসমানে; কারো মতে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কারো মতে ফিরে এসে; কেউ বলেন মহানবী আল্লাহকে সাক্ষাৎ দেখেছেন, মতান্তরে দেখেন নি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য সকল হাদিসই অসংখ্য ছাহাবা অতঃপর মহানবীর নামে রচিত হয়েছে। অতএব, শরিয়তের পরিভাষায় সবই সত্য-মহা সত্য এবং নির্ভুল! অগত্যা এর একটিও অস্বীকার করার সকল পথ ও মত শরিয়তের পরিভাষায় বৃষ্ণ! যদিও একই ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট ঘটনার বিভিন্ন তারিখ, সময়ক্ষণ ও স্থান সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া আর একই ব্যক্তির একই সময় সামনে পিছে হাটার মতই পার্থক্য! শরিয়তের মতে মে'রাজ অর্থ উম্মারোহণ। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে আরোহন। কিসে চড়ে ভ্রমণ, কোথা থেকে কোথায়; কোন কোন ঘাটে বিরতি; আল্লাহর দরবারে রাছুলকে নাস্তা-পানি, দুধ-মদ, আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি সকল বিষয় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হাদিসে।

বিজ্ঞান মতে পৃথিবীটা চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের মতই উর্ধ্বাকাশে অর্থাৎ শূন্যাকাশে। পৃথিবী থেকে মানুষ ;মাথা উঁচিয়ে চন্দ্র-সূর্য, আকাশ যেভাবে দর্শন করে; চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহ থেকেও অনুরূপ মাথা উঁচিয়ে উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়েই পৃথিবীকে দেখতে হয়। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে রকেটে চড়ে উর্ধ্বাকাশে ছুটে যেমন চাঁদে পৌছতে হয় তদ্রূপ চাঁদ থেকে অবিকল উর্ধ্বাকাশে ছুটেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যেমন শূন্যাকাশে, পৃথিবীও তেমন শূন্যাকাশে; অর্থাৎ শূন্যাকাশের কোন উপর নীচ নেই। কোন গ্রহ উপরে বা নীচে এ অবাস্তব প্রশ্ন বটে। এতে যাদের সন্দেহ হয়, তারা স্ব-স্ব সন্তানদের কাছে সৌর মানচিত্র সামনে রেখে বাস্তবের মতই বিষয়টি স্ব-চক্ষে একিন করতে পারেন। উত্তর মেরুর গ্রীনল্যান্ড, সুইডেন বা কানাডা, আমেরিকার মাটি খুঁড়ে দক্ষিণ মেরু ভেদ করে অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা বা এন্টারিকা মহাদেশের আকাশে উঁকি দিলে দেখা যাবে আমাদেরই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও একই আকাশ। এমন উদাহরণটি শরিয়তের আলেম-আল্লামাদের খেদমতে প্রণীত।

আরবী 'ছামা' অর্থ আকাশ, আকাশ অর্থ শূন্য, শূন্য অর্থ অদৃশ্য। 'আর্দ' অর্থ বস্তু, বস্তু অর্থ দৃশ্য, দৃশ্য অর্থ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রসহ যাই দৃষ্টি গোচরিভূত ও আবিস্কৃত তাই আর্দ; এমনকি আজকের পরমাণুও আর্দ। 'ছামাওয়াতে অল আর্দ', অর্থ: দৃশ্য-অদৃশ্য বা জানা অজানা।

শরিয়তের বিশ্বাস যে, আল্লাহ নামক জীব, বা ব্যক্তিত্বটি [?] পৃথিবীতে বাস করেন না; সপ্তম আসমানে মতান্তরে তারও উর্ধ্বে বাসা-বাড়ি। বৎসরে ১ বার ১ম আসমানে ৪ ফেরেস্তার কাছে চড়ে ভ্রমণে এসে চীৎকার করে মোসলমানদের ছোয়াব ফেরী করেন। বাড়ির ঠিকানা দেখুন:

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুতালিব (রা) থেকে বর্ণিত:--রাছুল বলেন যে, এক আসমান থেকে আর এক আসমানের দূরত্ব ৭১, ৭২ বা ৭৩ বৎসরের দূরত্ব। এভাবে সপ্তম আসমান পর্যন্ত গুণলেন; তার পর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র, উহার গভীরতা ২ আসমানের দূরত্বের সমান; অতঃপর সেই সমুদ্রের উপরে আছে ৮টি বিরাটকায় পাঠা (ছাগল) এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানের ব্যবধান দুই আসমানের মধ্যবর্তি দূরত্বের সমান। অতঃপর উহাদের পিঠের উপর রয়েছে (আল্লাহর) আরশ--। [দ্র: তিরমিজি, আবু দাউদ; হাদিস নং-৫৪৮১; তথ্যসূত্র: 'পরস্পর বিরোধী মতভেদপূর্ণ হাদিস; পৃ: ১২৭; প্রকাশক: ইসলামী সমাজ সংস্কার সংস্থা, কুষ্টিয়া; লেখক;মো: ফারুক কোরেশী] একদা মহানবীকে আল্লাহর সেই বাড়িতে দাওয়াত করেছিলেন। আল্লাহ দুধ, মধু ও মদ দ্বারা মহানবীকে আদর সোহাগ করেছিলেন--[দ্র: হাদিস]।

'আল্লাহ আকাশে থাকেন' কথাটার অর্থ দাঁড়ায়: আল্লাহ সসীম, সৃষ্ট কোন ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ বা গ্যাস জাতীয় এমন কিছু; যিনি পৃথিবীতে থাকেন না। আর আকাশ অসীম, যার কোন এক নির্দিষ্ট বা সীমিত স্থানে আল্লাহর বসত বাড়ি! পক্ষান্তরে, আল্লাহ কি! কোথায় বাস করেন! তার প্রকৃতি কি! তার সকল পরিচয় তিনি কোরানে পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন, দেখুন:

১. অছি'আ কুর্ছিইয়ু হুচ্ছামা-ওয়তি অল আর্দ। [বাকারা-২৫৫] অর্থ: দৃশ্য-অদৃশ্য, বস্তু-অবস্তু [আকাশ-জমীন] ব্যাপীয়া তার অবস্থান, আসন, আরশ বা কুর্সি।

২. ইন্না-রাব্বি ক্বারীবুমুজিব। [হুদ-৬১] অর্থ: নিশ্চই উপাস্য [আল্লাহ] অতি নিকটে; ডাকলেই সাড়া দেয়।
৩. অ নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলীল অরীদ। [কাফ-১৬] অর্থ: এবং আমরা নিকটের চেয়েও নিকটে [গ্রীবা ধমণী]।
৪. অ'লামু-আল্লাহা ইয়াহুলাবাইনাল মাবই অ-ক্বালবিহী অ আল্লাহু ইলাইহি তুহশারুন। [আনফাল-২৪] অর্থ: জেনে রেখো! আল্লাহ জীবের জীবনের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত [হৃদয়ের গভীরে]। আর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।
৫. অলিল্লা-হি মা-ফিচ্ছামা-ওয়াতি অমা-ফিল আরধ। [নিছা-১২৬] অর্থ: উপাস্য দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু-অবস্তু [আসমান-জমীন] সবকিছুই ঘিরে আছেন।
৬. আল্লাহু নুরুছছামাওয়াতি-----আল্লাহু বে কুল্লে শাইয়িন আলীম। [নূর-৩৫] অর্থ: উপাস্য দৃশ্য-অদৃশ্যের [আকাশ-পাতাল] জ্যোতি। এই জ্যোতির উপমা: আলোর জগৎ, যাহার মধ্যে আছে একটি দ্বীপ [বাতি] দ্বীপটি একটি কাঁচের আবরণের বা পর্দার মধ্যে স্থাপিত; কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল তারকার মত। ইহা জ্বালানো হয় মূল্যবান [জলপাইর] তেল দিয়ে যাহা সৃষ্টি কোন তেল নয়। উহাতে আগুন সংযোগ ছাড়াই আলো বিকিরণ করে। আলোর উপরে আলো। উপাস্য যাকে খুশি তার দিকে আকর্ষণ করেন--।
৭. হু অ মায়াকুম--বাছিরুন। [হাদিদ-৪] অর্থ: তোমরা যেখানেই থাক না কেন সে তোমাদের সঙ্গেই থাকেন। সহজ কথায় আমিত্ব, মহব্বত, এরেদা ও এলেমই আল্লাহ; এর বাইরে কিছু নেই, এর সীমানাও নেই। জীব মাত্রই দেহ-কালের গর্তে থেকে:

ক. আমিত্ব: স্বত্তানুভূতি বা অস্তিত্ব রক্ষার উপাসনা করে।

খ. মহব্বত: প্রেম, আকর্ষণ বা শক্তির উপাসনা করে।

গ. এরেদা: ইচ্ছা, পরিকল্পনা; কুন ফাইয়াকুন বা সয়ছু বা নেতা হওয়ার উপাসনা করে।

ঘ. এলেম: জ্ঞান, অজানাকে জানার ও ভোগের উপাসনা করে।

ধারাগুলি একে অন্যের সম্পূর্ণ এবং কালের উপর নির্ভরশীল। ঐ ধারাগুলি যে একক শব্দে প্রকাশ হয়, এমন একক শব্দই বাংলায় 'উপাস্য' 'আরোহণ' এবং বিদেশী ভাষায় আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান, খোদ-খোদা বা গড ইত্যাদি; যার মূল্যধার এবং ইহার সাক্ষ্য-প্রমাণ স্ব-স্ব হৃদয়। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, টেম্পল, কাবা-কাশী বা দশম আসমানেও নয়; নয় টুপি-দাঁড়ি, সুরমা; চন্দন, টিকি-পৈতা, ক্রস বা নেড়ে মাথা অথবা চুড়ি-পাগড়ীতে।

আল্লাহ-রাহুলের স্বয়ং ঘোষিত সহজ সরল ঠিকানা পরিচয় ভুলিয়ে সপ্তম আসমানে বা তদুর্ধ্বে আল্লাহকে খোঁজার পরামর্শ একটি কণ্ঠকে বিভ্রান্ত করার জন্য পরমাণু বোমার চেয়েও মারাত্মক। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি যেমন অবাস্তব, সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টাও তেমন অবাস্তব। স্রষ্টা আলাদা ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব, অথবা বস্তু বা গ্যাস জাতীয় কিছু নয়।

আল্লাহকে কেউ দেখতে পায় না, কেউ কোন দিন দেখতে পায় নি, দেখতে পাবে না; মুছাও দেখেন নি; দেখেছিলেন আল্লাহর নিদর্শন, বা উদাহরণ। অসীমকে দেখা যায় না, যাই দেখা যায় তাই সসীম, সসীম বা সৃষ্টি অসীমেরই ক্রমবিকাশ। পক্ষান্তরে আল্লাহ অসীমই অসীম। এই অসীমকে উপলব্ধি, অনুভূতি বা পরিচয় পাওয়ার সূচনা, সূত্র বা পথ স্ব-স্ব হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু। তাই উপরোল্লিখিত ৪ ও ৬নং ধারাসহ অধিকাংশ আয়াতে সাক্ষি দেয়।

মূলত মে'রাজ অর্থ 'উর্ধারোহণ', সন্দেহ নেই; কিন্তু তা ব্যক্তি বা বস্তুর উর্ধারোহণ নয়। বরং জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতার উর্ধারোহণ। একজন ছাত্র উর্ধারোহণ করতে করতে যেমন শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ হয়; একজন কেরানী যেমন ম্যানেজার, ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার হয়; ব্যাঙ যেমন লালা-মানিক প্রাপ্ত হয়; মূর্গী কস্তুরী প্রাপ্ত হয়; তদুপ আদিতত্ত্ব ভিত্তিক তথা আধ্যাত্মিক তথা স্রষ্টা-সৃষ্টি জ্ঞানে মুছল্লী, মোসলেম, মমিন, মোত্তাক্বীন, পীর, বোজর্গ দরবেশ, রাহুল অতঃপর নবীত্ব প্রাপ্ত বা জ্যোতিদেহ প্রাপ্ত/প্রেরণা প্রাপ্ত হওয়ার নামই মে'রাজ। নবী হওয়ার প্রধান ও চূড়ান্ত শর্তই মে'রাজ। সকল নবীর জন্যই তা বাধ্যতামূলক। উদাহরণ স্বরূপ: হযরত ইব্রাহীমের মে'রাজ, [দ্র: বাকারা-১২৪] হযরত মুছার মে'রাজ, [দ্র: আরাফ-১৪৩]

হযরত ঈসার মে'রাজ জন্ম লগ্নেই [দ্র: এমরান-৫৯]। নবী হওয়ার অর্থই মে'রাজ প্রাপ্ত ব্যক্তি।

এবারে মে'রাজ সম্বন্ধে কোরানের আয়াতটি লক্ষণীয়:

ছুবহানা ল্লাজী-----বাছির। [বনি-ইস্রাইল-১] অর্থ: নিষ্কৃত তত্ত্বজ্ঞানই 'উপাস্য', 'সে', 'অজানা' [আল্লাহ]; সেই অন্ধকার, বর্বর, অজ্ঞানতার যুগে [রজনীযোগে] তার বান্দাকে নুরালোকে [বিদ্যুত/বোরাক] আপন স্বভা [স্রষ্টা-সৃষ্টির রহস্য] প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য [নিদর্শন দেখাবার জন্য] দূর-নিকট, দৃশ্য-অদৃশ্য, [মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা; আকসা অর্থই দূরবর্তী] সব কিছুই বর্তমান [বরকতময়] করে দিয়ে ছিলেন।

সমগ্র কোরানে মে'রাজ সম্বন্ধে এখানেই শুরু, এখানেই শেষ। অতঃপর মসজিদুল আকসা থেকে মহানবীর দুধ, মদ, পানি, শরবৎ ইত্যাদি আপ্যায়ন; নবীদের সংবন্ধ নামাজের ইমামতি; অতঃপর ১ম আসমান থেকে ৭ম আসমান, ছেদরাতুল মোন্তাহা, নবীদের সাক্ষাত, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ, হযরত মুছা কর্তৃক ৯ বার ফেরৎ পাঠিয়ে ৪৫ ওয়াক্ত নামাজ মাফ; মুছার কান্নাকাটি, আদমের বাঁয়ে তাকিয়ে কান্নাকাটি, ডানে তাকিয়ে হাসা-হাসি; বেহেস্তের বিবরণ: সেখানে মুক্তার মালা, রঙে ঢাকা, মাটি কস্তুরী! [বেহেস্তের তাজ্জব বিবরণ বটে!] দোষখবাসীদের আতঁ চাঁৎকার, রক্তের নদী; নীল নদ ও ফোরাতে নদীর উৎস বেহেস্তথেকে! [দ্র: বোখারী, ৫ম খর্, আজিজুল হক; পৃ:৩৫৩] বোরাক: দেখতে ঘোড়া নয়, গাধা নয়, খচ্চর নয়, লেজটি ময়ূরের, মাথাটি লাস্যময়ী নারীর। ছেদ্রাতুল মোন্তাহায় অর্থাৎ আল্লাহর বাগান বাড়ীতে বরই গাছ! মটরির মত বরই! কস্তুরীর মত মাটি, দুধের মত পানি! [দ্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড; 'মি'রাজ' অধ্যায়, পৃ:১৯২ ও ছেহাছেত্তা] ইত্যাদি উদ্ভট, কাল্পনিক রচনা সম্ভারের সঙ্গে কোরানের তিল পরিমাণও ইজিত, ইশারা নেই।

মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত বিষয়টি আল্লাহ অহি করে বলতে পারলেন আর সেখান থেকে ৭ম আসমান ও তদোধের দুর্ভেদ্য বিষয়গুলো অহি করতে পারলেন না; অথচ সেটাই ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সুযোগে সালমান রুশদিগণ, আল্লাহ-রাছুলের অবমূল্যায়নের মহা সুযোগ করে নিলেন! এজন্য দায়ি শরিয়ত।

উল্লেখিত বেহেস্তের বিবরণগুলি যেকোন পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন যে ঐগুলোর রচয়িতাগণ আমার চেয়েও অধিক গভুমূর্খ না হলেও আলবৎ নেশাখোর ছিলেন। মদ-গাজা খেয়ে যারা নেশা করেন তাদের নেশা সাময়িক; আর ওগুলি না খেয়েই যাদের নেশা হয় তা বেশিরভাগই চিরস্থায়ী এবং তাদেরকেই উন্মাদ বলে।

উল্লেখিত কোরানের আয়াতগুলি স্মরণ রেখে মে'রাজ সম্বন্ধীয় হাদিসের আলোকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি গবেষণার দাবী রাখে:

১. মহানবী [সা] পূর্ণ কোরান হযরত জিব্রীলের মারফত প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু মে'রাজে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরাসরি ৫০ ওয়াক্ত নামাজ, অতঃপর মুছা [আ] কর্তৃক ৯ বার ফেরৎ পাঠিয়ে ৫ ওয়াক্ত করে মোট ৪৫ ওয়াক্ত কমিয়ে অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, “৫ ওয়াক্ত, এটিই ৫০ ওয়াক্ত, আমার কথার পরিবর্তন হয় না”; এ আয়াতটি জিব্রীলবিহীন সরাসরি আল্লাহ ও রাছুলের পরস্পর প্রত্যক্ষ সাক্ষাত অহি। এ অহিটি মহা নবীর [সা] জীবনের সকল অহি অর্থাৎ ৩০ পারা কোরানের উর্ধে শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম অহি হওয়া সত্ত্বেও তা কোরানে না লেখার কারণ কি?
২. উল্লেখিত অহিটি এক দুই বার নয়; বরং ৯ বার রদ-বদল করার পরেও আল্লাহর ঘোষণা: “আমার কথার রদ-বদল হয় না, ৫ ওয়াক্তই ৫০ ওয়াক্ত।” কি করে রদ-বদল হলো না! এ প্রশ্নবোধক চিহ্নটি পৃথিবী থেকে ৭ম আসমান পর্যন্ত দীর্ঘ বটে!
৩. নবীগণ আল্লাহর আদেশের তিল পরিমাণ সংযোজন, সংকোচন; অস্বীকার বা প্রতিবাদ করেন না বা করেন নি; করলে তাদের ঘাড়ের শিরা কেটে ফেলতেন বলে কোরানে ঘোষিত আছে [দ্র: হাক্বা: ৪৪, ৪৫, ৪৬]। পক্ষান্তরে হাদিস মতে মহানবী [সা] ৯ বার প্রতিবাদ/অনুরোধ করে ৫ ওয়াক্তে এনেছেন তবুও তাঁর ঘাড়ের শিরা কাটা হয় নি!
৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ঘোষণা কোরানের কোথাও নেই। যা আছে তা এরূপ: সকাল-সন্ধ্যা, সূর্য হেলে গেলে, রাতের কিছুটা অন্ধকার হলে, দিনের দুই প্রান্তে, সূর্য উদয়ের পূর্বে, অস্ত যাওয়ার পরে, রাতের দুই প্রান্তে, গভীর রাতে ইত্যাদি। [দ্র: হুদ-১১৪; বনি-ইস্রাইল-৭৮, ৭৯; কাফ-৩৯, ৪০; দাহর-২৫, ২৬]। মুসলিম বিশ্বের দল উপ-দলের আলেম-আল্লামাগণ ঐ সময়-কালগুলি হিসাব করে কেউ ৩ ওয়াক্ত, কেউ ৫ ওয়াক্ত আবার কেউ ৬ ওয়াক্ত এমনকি কেউ ৭ ওয়াক্তও নির্ধারণ করেছেন। আমাদের সুন্নী উপ-দল ৬ ওয়াক্তই স্বীকার করেন। কিন্তু হুযুরদের রাত্রি জাগরণের ভয়ে

বেতের ৬ষ্ঠ ওয়াক্ত এশার সঙ্গে যুক্ত করেছেন; অতঃপর মতান্তরে ‘তাহাজ্জুদ’ ৭ ওয়াক্ত বলেই প্রতীয়মান হয়।

৫. হাদিস মতে হযরত মোহম্মদ [সা] শ্রেষ্ঠ নবী, এমন কি নবীদের নবী। আল্লাহ-রাহুল কোরানে তা স্বীকারও করেন নি, সমর্থনও করেন নি; বরং তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এই বলে যে, ‘রাহুলদের মধ্যে কারো সঙ্গে কারো পার্থক্য করিও না; যারা পার্থক্য করে তারা পথভ্রষ্ট, কাফের’ [নিছা: ১৫০, ১৫১, ১৫২]। পক্ষান্তরে ঐ একই হাদিসে হযরত মুছা [আ] হযরত মুহম্মদকে [সা] এক দুই বার নয় বরং ৯ বার তার উম্মতের জন্য অদূরদর্শী ও অযোগ্য প্রমাণ করেছেন। এখানেই শেষ নয়! প্রারম্ভে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে স্বয়ং আল্লাহকেই অবিবেচক ও কাড-জ্ঞানহীন, ছুন্নাতে রদ-বদল, এমনকি ওয়াদা ভঙ্গকারী বলেই সাব্যস্ত করেছেন!!
 ৬. বোরাক নামক সেই অদ্ভুত কুদরতী বাহনটি মসজিদুল আকসার পাশে কোন পাথরের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন! হাদিস বলে অদ্যবধি সেখানে নাকি দাগ আছে!! কিন্তু ৭ম আসমানে, ছিদ্রাতুল মোস্তাহায় সেটিকে কিসের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন তার কোন হাদিস রচিত হয় নি। রফ রফের আকার-আকৃতিরও কোন বর্ণনা হাদিসে লিখিত হয় নি! তাছাড়া কোন বাহনে চড়ে তিনি ৯ বার আসা-যাওয়া এবং পৃথিবীতে ফেরৎ এসেছিলেন! সে সম্বন্ধেও কোন হাদিস রচনা করতে পারেননি।
 ৭. প্রকাশ থাকে যে, মহানবী মে’রাজে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ও ছাহাবাগণ নিয়মিত নামাজ করতেন, এমনকি পূর্বের সকল নবী ও তাঁদের উম্মতগণ নিয়মিত নামাজ কয়েম করতেন, কোরানে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং যা সর্বজন স্বীকৃত।
 ৮. কোরানের ১১৪টি সুরার মধ্যে ৮৬টি সুরাই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, যার অধিকাংশ সুরাতেই নামাজের কথা উল্লেখ আছে। শুধু তাইই নয়: ইসলামি ঐতিহাসিক ও হাদিসবিদদের মতে: ওয়াক্ত সংক্রান্ত আয়াতগুলির অধিকাংশই মে’রাজের পূর্বে অর্থাৎ নুবুয়াতের ৩ থেকে ৮ বৎসরের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। [দ্র: আরবী- ইংরাজী কোরান; মুহাম্মদ এম. পিকথল]।
 ৯. রক্ত-মাংসের স্থূল দেহধারী মানুষের পক্ষে আল্লাহ দর্শন অবাস্তব কল্পনা মাত্র। [দ্র: উপরে বর্ণিত ৬ নং ধারা]। হাদিসে বর্ণিত মে’রাজের তাৎপর্য, বিষয়বস্তু ও ফলাফল ৫ ওয়াক্ত নামাজ যা অনায়াসেই সাধারণ অহী করা সম্ভব ছিল! মে’রাজ পূর্ব সুরাগুলিতে আলবৎ অহী করাও আছে। আর মোসলেমদের শিক্ষার মধ্যে বেহেস্ত দর্শন, যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে: রঙে ঢাকা, রাহুল তা জানেন না; মুক্তার হার, মাটি কস্তুরী, এক এক আসমানে নবীদের বাস, মটকীর মত বরই গাছ, কাওছারের পানি দুধের স্বাদ তুল্য ইত্যাদি; দোযখ: রক্তের নদী, একটি পাপী সেথায় হাবু-ডুবু খাচ্ছে, কিনারে দাঁড়িয়ে জনৈক ব্যক্তি [ফেরেস্তা] পাহাড়সম ঢিল ছুড়ছে, দোষখীদের আর্ত চিৎকার; নীল নদ ও ফোরাত নদীর উৎস বেহেস্ত থেকে ইত্যাদি।
- আমেরিকা ভ্রমণের পর দেশে ফিরে আমেরিকার বিবরণ দিতে গিয়ে যদি কেউ বলে যে, সেথার মাটি লাল, তিন তলা রাস্তা, বাড়ি-গাড়ি, রাস্তা-ঘাট সব সাদা রংএ ঢাকা [বরফে]; তবে তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে পাঠক-শ্রোতাগণ নিশ্চিত হতে পারে; নিশ্চিত হতে পারে শরিয়তের জন্মদাতা দলিয় ইমামদের সম্বন্ধে।
- হাদিসের আলোকে একই বিষয়বস্তু সংবলিত গদবাঁধা একই রচনা সম্ভার নির্দিষ্ট মওসুমে চৌদ্দ শত বৎসর যাবৎ কত কোটিবার যে পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন বই-পুস্তকে ছাপা হয়েছে এবং হবে তার হিসাব নেই। কিন্তু শরিয়তের তিল পরিমাণ জ্ঞানোন্নতী হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। একটি মাত্র মোসলমানের মে’রাজ হয়েছে বলে কোন ইতিহাস, নেই। পক্ষান্তরে হাদিসে বর্ণিত ‘আচ্ছালাতু মে’রাজুল মোমেনীন’ অর্থ: নামাজে মোমীনদের মে’রাজ হয়; হাদিসটির আলোকে শরিয়তিগণ আত্ম বিশ্লেষণে নিজের পরিচয় পাবেন যে, সে মুমিন কি কমিন!

প্রত্যেক মুমিনের নামাজেই যদি মে’রাজ হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে মে’রাজ নবীর জীবনে অতি তুচ্ছ বিষয়টা বিশ্বময় নবীর শ্রেষ্ঠ মোজেজা বলে প্রচার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পিছনে রহস্য কি! আর ঐ প্রতারণার ফলই বা কি হয়েছে! মে’রাজ সত্য, মহানবীর অবশ্যই মে’রাজ হয়েছে। কিন্তু নবী বংশ পরম্পরায় সুন্নীদের বাপ-দাদা এজিদ-সীমারদের হাতে নির্মূল হওয়ার মতই নবীর মহামূল্যবান মে’রাজের দর্শনাদি বিলীন হয়েছে। হেরা পর্বতের গুহায় নবী কি সাধন-ভজন করে নুবুয়াতী পেলেন! সে সকল মহামূল্যবান মন্ত্র ও তত্ত্ব-সূত্র আজ আর কারো জানা নেই। নামাজে যার অহরহ মে’রাজ হয়,

আল্লাহ ডাকে যার হৃদয় সাড়া দেয় একমাত্র সেই মুমীনই এর সত্যাসত্য উপলব্ধি করতে পারেন।

বোরাক অর্থ বিদ্যুত, বিদ্যুতের বিদ্যুত। এই বিদ্যুত শক্তিতে নবীর মে'রাজ হয়। মানুষের কাল্প বা হৃদয় একটি আনবিক চুল্লি, মহা বিদ্যুতগার; যে বিদ্যুতের পরশেই অ্যাটমসহ বিশ্বের সকল আবিষ্কার হচ্ছে। স্রষ্টা সৃষ্টির প্রেরণা সংঘর্ষে, অর্থাৎ ছালাত ও একনিষ্ঠ গবেষণা, সাধনার মাধ্যমে হৃদয়ে বিদ্যুত বা নুর সঞ্চারিত ও প্রসারিত হয়। ধর্ম-কর্ম করে যার যতটুকু নুরের সঞ্চার হয়েছে তার ততটুকু আল্লাহবোধ অনুভূতি হয়েছে, অর্থাৎ ছোয়াব হয়েছে। এই নুর সঞ্চার হতে হতে যখন সমস্ত দেহ বিদ্যুতায়ন হয় তখন তার আমিত্ব সত্ত্বা, দেহ ও জীবন আলাদা করে দেখতে পারে। তখন দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হতে পারে, এরোদা বা ইচ্ছা করা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যেই একই সঙ্গে একাধিক স্থানে প্রকাশ হতে পারে। এর নামই চৈতন্য বা বেহেস্ত প্রাপ্ত হওয়া। আর তখনই দৃশ্য-অদৃশ্য, দূর-নিকট, অতীত-ভবিষ্যৎ সবই একাকার বা বর্তমান হয়। এমন অবস্থা মানুষের পক্ষে বা স্থূল দেহে সকল সময় ধরে রাখা সম্ভব নয়; যেমন সম্ভব নয় স্বপ্ন ক্ষণটি ধরে রাখা।

হযরত মুহম্মদ [সা] এই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন এবং এর নামই মে'রাজ। এজন্যই তাঁকে 'নুর মুহম্মদ' বলা হয়। তিনি যেখানে ছিলেন, ঠিক সেখানেই দৃশ্যও ছিলেন, অদৃশ্য ছিলেন। জীব যেমন জীবনকে দেখতে পায় না, দেখতে পায় তার দেহটি মাত্র কিন্তু মোহাম্মদ জীবনকে আলাদা করে স্থূল দেহটিকে জীবণ দেহের মধ্যে ঢুকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শূন্যাকাশে তিনি কল্পিত লাস্যময়ী অর্ধনারী অর্ধপশুর পিঠে চড়ে উড়ে বেড়ান নি। শরিয়তের এই অপপ্রচার মহানবীকে কলঙ্কিত করেছে, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

আল্লাহ ডাকে যার হৃদয় সাড়া না দেয় সে জীবিত থাকতেই মরা [দ্র: কোরান]। সুতরাং জীবন দর্শন না হওয়া পর্যন্ত শুধু মৌখিক বিশ্বাস যথার্থ নয়। ভাষাজ্ঞান আর ধর্মজ্ঞান দু'টো আলাদা জিনিস বটে! শিক্ষা এবং জ্ঞানের উৎস ও প্রকৃতি ভিন্নতর।

প্রকাশ থাকে যে, কতিপয় কথিত আলেম-আল্লামাগণ নিম্ন বর্ণিত সূরা নজম ও সূরা তকবীরের দু'টি আয়াত উত্থাপন করে মহানবীর উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ বা মে'রাজের সত্য-সত্যের প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন:

ক. আল্লামাহু --- মা-আউহা-[নজম-৫-১০] অর্থ: জ্ঞানশক্তিই তাকে শিক্ষা দেয়; স্ব আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল; উর্ধ্ব দিগন্তে ; অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো অতি নিকটে; ধনুকের দুই প্রান্ত বা তারও কম ব্যবধান ছিল তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি প্রেরণা [অহি] দান করলেন।

খ. অ লা ক্বাদ রা আ'হু বিল উফুক্বীল মুবিন। [তাকবীর-২০] অর্থ: সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।

উল্লেখিত আয়াতগুলিতে উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের কোন ইঞ্জিত-ইশারা নেই। আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতেরও কোন লক্ষণ নেই বরং উর্ধ্বাকাশ থেকে মহানবীর কাছে কিছু আসার ইঞ্জিত আছে। মহানবী [সা] উর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে আপন চেহারা [স্ব-জ্যোতির্দেহ] দেখেছিলেন, তা ধীরে ধীরে তার নিকটবর্তী হয় এবং কিছু কথোপকথন হয়। বরই বাগানের প্রান্তে এরকম আরো একবার দেখেছিলেন। [বরই বহুল দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষেও কোন এক লোকও অনুরূপ দেখেছিলেন।] অ লা ক্বাদ রায়াহু ---মুস্তাহা। [নাজম-১০, ১৪] অর্থ: নিশ্চয়ই তাকে আরেকবার দেখেছিল; প্রান্তবর্তী বরই বাগানের নিকট [অর্থাৎ ভারতবর্ষে]। কি দেখেছিলেন! সকল অনুবাদক ও তফছীরকারগণ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি জিব্রীল ফেরেস্টাকে দেখেছিলেন। [জিব্রাইল ও ফেরেস্টা শব্দদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ করা জরুরী প্রয়োজন] বস্তুতঃপক্ষে মহানবী কী দেখেছিলেন! তা উল্লেখিত আয়াতেই বলেছে যে, নিজের চেহারা অর্থাৎ নিজের নুর দেহটি দেখেছিলেন। এখানে অনুমান করে জিব্রিলকে উপস্থিত করার সুযোগ নেই। স্ব-স্ব জীবন বা আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত কল্পনা, অনুমান বা ভাবাবেগ তাড়িত ওয়াজ-নহিহত, ধর্মালোচনা ভয়াবহ অর্থাৎ কুফুরী বটে।

অমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা- আজ্জালাল্লা-হু ফাউলা-ইকা হুমুল কা-ফিরুন, ফা-ছিফুন, জা-লিমুন। [মায়েরা: ৪৪-৪৯] অর্থ: কোরান অনুযায়ী যারা কথা বলে না, বিচার মীমাংসা করে না, তারাই কাফের, ফাছেক ও জালেম।

মুসলিম বিশ্বের সকল আলেম-আল্লামাদের প্রতি আবেদন উল্লেখিত দর্শন কোরানের আলোকে সংশোধন করে বাধিত করবেন।

বিনীত

